দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

■ তিন বছরে ঝরে পড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ শিক্ষার্থী

প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অথচ কোনোভাবেই শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা যাচ্ছে না। এটি করতে সরকারের নানা উদ্যোগও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, মাত্র তিন বছরে লেখাপড়া ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ শিক্ষার্থী। তারা ২০১৩ সালে প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করত। কিন্তু সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে আসতেই ঝরে পড়েছে তারা। এ জন্য দায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। উল্লেখ্য, আগামী ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। স্কুল ও মাদ্রাসার প্রায় ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বছর যারা জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা দেবে, তারাই ২০১৩ সালে পঞ্চম শ্রেণি ও এবতেদায়ি শিক্ষার্থী ছিল। ওই সময় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩। তাদের মধ্য থেকে তিন বছরে লেখাপড়া ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ জন। হিসাব অনুযায়ী গড়ে ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণেই অধিকাংশ কন্যাশিশু স্কুল ছাড়ছে। ইভটিজিংয়ের শিকার কন্যাশিশুদের পরিবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুলে যাওয়া। এটি শিক্ষা খাতের জন্য মোটেই শুভকর নয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য হলেও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া সমাজের জন্য এক অশনিসংকেত।

দুঃখজনক হলেও সত্য, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকারের নানা উদ্যোগেও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসছে না। এই সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়তে থাকে, তা হলে এর খেসারত দিতে হবে পুরো জাতিকে, যা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। তাই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানে সরকারকে আরও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। শিক্ষাই পারে দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়তে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য। এ জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তথা সরকারকেই কার্যকর ও সময় উপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে।